লিভার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ

জন্ডিস

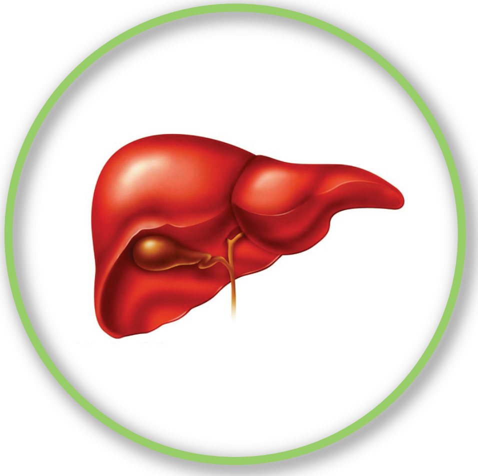

লিভার রোগের প্রতিরোধ, চিকিৎসা, শিক্ষা ও গবেষণাকল্পে বাংলাদেশে একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান

জন্ডিস কি

রক্তে বিলিরুবিন এর মাত্রা বেড়ে গিয়ে চোখ, প্রস্রাব এবং গায়ের রং হলুদ হলে তাকে জন্ডিস বলে।

জন্ডিস এর প্রধান কারণ

- লিভার প্রদাহ, যেমন - ভাইরাসজনিত হেপাটাইটিস (Viral Hepatitis), ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া জনিত হেপাটাইটিস (Drug Induced Hepatitis) এবং এলকোহল (মদ) জনিত হেপাটাইটিস (Alcoholic Hepatitis)
- জন্মগত ত্রুটি জনিত জন্ডিস (Congenital Jaundice)
- নবজাতকের জন্ডিস (Neonatal Jaundice)
- লোহিত কনিকা অতিরিক্ত ভাঙ্গার কারণে জন্ডিস (Haemolytic Jaundice)
- পিত্তনালীতে বাঁধাজনিত জন্ডিস (Obstructive Jaundice)

জন্ডিস হলে শরীরে কি কি উপসর্গ দেখা দেয়

- চোখের সাদা অংশ, মুখের গহবর এর ভিতরে আবরন এবং চামড়া হলুদ বর্ণ ধারন করে। প্রস্রাব গাঢ় হলুদ হয়।
- পায়খানার রং কিছুটা সাদা হয়।
- পেটে ব্যথা, বমি, বমির ভাব, ফ্লু এর মত জ্বর হতে পারে।

আমাদের দেশে জন্ডিসের চিকিৎসার সবরকম ব্যবস্থা আছে কি

- ভাইরাস জনিত (হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি') এর চিকিৎসা আমাদের দেশে হয়।
- বাধাজনিত জন্ডিস এর জন্য নানা ধরনের ইন্টারভেন্সন ও সার্জারী বাংলাদশে ভাল ভাবেই হচ্ছে ।

চিকিৎসকগন কি ভাবে জন্ডিসের উপস্থিতি নিশ্চিত করেন

- রোগের ইতিহাস (Medical History)
- রোগীর শারীরিক পরীক্ষা (Physical Examination)
- ল্যাবরেটরী পরীক্ষা (Diagnostic Test) যেমন:
  - সিরাম বিলরুবিন
  - লিভার এনজাইম সমূহ
  - প্রথোমবিন টাইম
  - পেটের আল্ট্রাসাউন্ড
  - কোন কোন ক্ষেত্রে লিভার বায়োপসি
  - হেপাটাইটিস ভাইরাস সমূহের যোক্তিক পরীক্ষা
  - পায়খানা ও প্রস্রাব এর পরীক্ষা।

হেপাটাইটিস (ভাইরাস) জনিত এবং বাঁধাজনিত জন্ডিস কিভাবে পার্থক্য করা যায়

ভাইরাস জনিত জন্ডিস জ্বর, বমি, বমিরভাব, ক্ষুধা মন্দা, দুর্বলতা ইত্যাদি লক্ষণ নিয়ে আসে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনিতেই সেরে যায়। পক্ষান্তরে বাঁধাজনিত জন্ডিস ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকে। উপরেল্লিখিত শারীরিক সমস্যা সহ শরীরে চুলকানী হতে পারে এবং পায়খানার রং সাদা এবং প্রশ্রাব গাঢ় রং এর হয়ে থাকে।

গর্ভাবস্তায় জন্ডিস

গর্ভাবস্তায় জন্ডিস গর্ভবতী মা ও শিশু উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস জনিত হেপাটাইটিস প্রায় ৫০% ক্ষেত্রে গর্ভকালীন জন্ডিসের কারন হয়ে থাকে। তার মধ্যে হেপাটাইটস-ই ভাইরাস সবচেয়ে মারাত্বক। যার কারনে প্রায় ১৫% মায়ের মৃত্যু ও ৫০% গর্ভজাত শিশুর মৃত্যু হতে পারে। দূষিত খাবার ও পানীয় জলের মাধ্যমে এই ভাইরাস সংক্রমিত হয়ে থাকে। জন্ডিসের সঠিক কারন নির্ণয় করে মা ও সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাধাজনিত জন্ডিস

লিভারের পিত্ত প্রস্তুত হওয়ার পর পিত্তনালী দিয়ে খাদ্যনালীতে যাওয়ার পথে কোথায় ও বাধাপ্রাপ্ত হলে শরীরে বিলুরুবীনের পরিমান বেড়ে গিয়ে যে জন্ডিস হয় তাকে বাধা জনিত জন্ডিস বলে।

সাধারনত ঃ পিত্তনালীতে পাথর, টিউমার, প্যানক্রিয়াসের টিউমার, পিত্তনালী ছোট হওয়া অথবা ইনফেকশন এর কারনে বাধাজনিত জন্ডিস হয়ে থাকে। এই জন্ডিস দ্রুত লিভার ও কিডনীর কার্যকারীতা ব্যহত করে। বাধা জনিত জন্ডিসের কারন নির্ণয় করে সঠিক চিকিৎসা তাড়াতাড়ি করতে হয়।

জন্ডিস হলে কি করনীয়

- জন্ডিসের লক্ষন দেখা মাত্র, ডাক্তারের পরামর্শ নিন
- পরিমান মত পানি গ্রহন করুন
- স্বাভাবিক খাবার গ্রহন করুন
- চলাফেরা স্বাভাবিক রাখুন

মনে রাখতে হবে,
জন্ডিস কোন রোগ নয় । রক্ত, লিভার, বাইলডাক্ট, প্যানক্রিয়াস এর সম্পর্কিত কোন রোগের লক্ষণ মাত্র। সঠিক কারন নির্ণয় করা অপরিহার্য।

জন্ডিস হলে কি করবেন না

ঝাড়ফুক, পানিপড়া, টুটকা ও অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা থেকে বিরত থাকতে হবে। এই সমস্ত চিকিৎসা আপনার অজান্তে মূল রোগটিকে বাড়তে দিয়ে অথবা লিভারের মারাত্নক ক্ষতিসাধন করে আপনার জীবন বিপন্ন করতে পারে।

- ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোন প্রকার ঔষধ গ্রহন করবেন না
- অতিরিক্ত ডাবের পানি পান করবেন না
- অখের রস পরিহার করুন
- অতিরিক্ত বিশ্রাম পরিহার করুন

আপনি কেন লিভার ফাউন্ডেশনে আসবেন ?

আপনার শরীরে নিম্ম লিখিত লক্ষণ গুলি দেখা দিলে

- ☑ জন্ডিস হলে (চোখ ও চামড়া হলুদ বর্ণ)
- ☑ চুলকানি হলে
- ☑ মানসিক বিভ্রান্তি বা কোমা হলে
- ☑ রক্ত বমি / রক্ত পায়খানা হলে
- ☑ পায়খানার রং কাদার মত হলে
- ☑ পেটে পানি জমলে

লিভারের রোগের নিম্ম লিখিত সুবিধা গুলি পেতে

- ☑ বিনামূল্যে লিভার রোগের সঠিক পরামর্শ
- ☑ প্রতিশুক্রবার বিনামূল্যে লিভার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ
- ☑ সবচেয়ে কমমূল্যে লিভার রোগের সবধরনের ল্যারেটরী ও ইমেজিং পরীক্ষার সুবিধা
- ☑ সবচেয়ে কমমূল্যে হেপাটইটিস বি এর ভ্যাকসিন এবং
- ☑ লিভার রোগ সম্পর্কিত যে কোন তথ্য ও পরামর্শ এর জন্য

লিভার ফাউন্ডেশনের তথ্যবহুল ফ্রি লিফলেট আজই সংগ্রহ করুন।

লিভার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ

১৫০ (২য় তলা), গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ

ফোন : ৯১৪৬৫৩৭, ০১৭৩২-৯৯৯৯২২

ই-মেইল : info@liver.org.bd

facebook.com/liver.foundation

হেপাটাইটিস, জন্ডিস বা যে কোন লিভার রোগের সঠিক দিকনির্দেশনা ও পরামর্শের জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

সবচেয়ে কমমূল্যে ও নির্ভরযোগ্য হেপাটাইটিস-বি এর প্রতিষেধক টিকা (ভ্যাকসিন) দেওয়া হয়।

সবচেয়ে কম খরচে লিভারের সব ধরনের ল্যাবরেটরী পরীক্ষা করা হয়।

Liver Foundation of Bangladesh

LIVER Lab

সাশ্রয়ী মূল্যে লিভার রোগের ল্যাবরেটরী পরীক্ষা

Member of
World Hepatitis Allience

World Hepatitis Alliance

এই হলো হেপাটাইটিস...

যে কেউ, যে কোন স্থানেই, হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হতে পারেন। জানুন ও প্রতিরোধ করুন।